4SEM- [illegible] DSC-IV (Education) 9735551380

Maladjustment / অপসংগতি বিকাশ (1)

IV -

S. Ansari

1) Meaning and definition of Maladjustment

প্রতিটি ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত আবেগ স্বাভাবিক উপায়ে প্রকাশ হতে চায়, সামাজিক বিধি-নিষেধ সহজাত সহজাত প্রবৃত্তি ~~ও আবেগের~~ ~~জটিলতা জটিলতা সময় উভয় প্রকাশ~~ গুলির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সহজাত উভয় প্রবৃত্তি ও আবেগের জটিলতা জটিলতা সময় উভয় প্রকাশ থাকে তখন সমাজের সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগুলিকে যথাযথ ভাবে সংযত করা সম্ভব হয়না। এই অসংযত আচরণই সমাজে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, এগুলি প্রবৃত্তিগুলিকে সমস্যামূলক আচরণ (problem behaviour) বলে।

বিদ্যালয়ে শিশুরা নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। শ্রেণিকক্ষে চেঁচামেচি করে, মারামারি করে, হোমওয়ার্ক টেস্ট লেভার করে, অশ্লীল কথা বলে, অন্যের বই-খাতা চুরি করে ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সমস্যা মূলক আচরণ করে থাকে। 17 বছর বয়সকাল পর্যন্ত এই ধরনের আচরণ গুলিকে আমরা আচরণ মূলক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে এইসব অবাঞ্ছিত আচরণ পরিবেশগত কারণ ক্ষণিকের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি প্রায়ই শিশুর ক্ষণিকের দূর হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

(2)

* Willson and Miller এর মতে — "অপসংগতি হলো ব্যক্তির এমন এক আচরণ বিধি যা ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এই আচরণের মূলে রয়েছে ব্যক্তির চাহিদা পূরণ ইপ্সুর অভাববোধ ।।"

* Crow and Crow এর মতে — "অপসংগতি হলো ব্যক্তির অতৃপ্ত চাহিদা থেকে সৃষ্ট সেই আচরণ যা ব্যক্তির বিকাশকে ব্যাহত করে ।।"

* Causes of Maladjustment :- অপসংগতি কারণ

আদিম প্রবৃত্তি থেকেই ব্যক্তির জৈবিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। জৈবিক চাহিদার পূরণ হলে ব্যক্তির কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু এই জৈবিক চাহিদার অতৃপ্তি ব্যক্তির আচরণের মধ্যে অপসংগতি সৃষ্টি করে। ~~[illegible]~~ এর কয়েকটি হল —

(a) জন্মগত বা বংশগত কারণ - Hereditary causes

আমরা জানি প্রত্যেক শিশুই তার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এগুলি দৈহিক এবং মানসিক হতে পারে। এছাড়া দৈহিক আকার, আকৃতি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ: এরা প্রবৃত্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধি পূরণের ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সাম্য বিধানে সহায়তা করে। অন্যদিকে, দৃষ্টিহীনতা, খাঁড়া রয়েছে

প্রভৃতি হয় সকল জন্তু, যারা প্রথম জন্মলগ্নের চক্ষুহে রয়েছে তাদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা আবার নির্ভর করে সেই ব্যক্তির বংশগতির উপর। যদি কারণ উক্ত গ্রন্থি অতি সক্রিয় হয় তবে সেই ব্যক্তির আক্রমণাত্মক কর্মপ্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত প্রভৃতি হয়ে পড়ে।

(গ) পারিবেশগত কারণ / Environmental causes :-

পারিবেশ বলতে আমরা শুধুমাত্র গৃহ পারিবেশের বাহ্যিক রূপকেই বুঝি না, গৃহ পারিবেশের মনস্তাত্ত্বিক দিক, বিদ্যালয় পারিবেশ, বৃহত্তর সমাজ পারিবেশ সকল দিকের কথাই বুঝি। আমরা এখানে অপরাধগত কারণ হিসাবে পারিবেশগত বিভিন্ন দিকের কথা পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করবো -

(1) গৃহ পারিবেশগত কারণ :- আমরা যখন ব্যক্তির জীবন বিকাশের ধারা প্রবাহটি দেখব, বাল্য, কৈশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্ক এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বিকাশ, প্রজননগত স্তরের ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক প্রভৃতি নানান ধরনের বিকাশমূলক ক্ষেত্রগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়াও কতকগুলি মৌলিক চাহিদা সৃষ্টি হয়। - যেমন স্বাধীনতার

পিতামাতার সমস্যামূলক আচরণ, প্রতিকূল গৃহ পরিবেশ, অপর্যাপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অপরাধী হবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা সন্তানদের সামনে কোনো যথার্থ জীবন আদর্শ তুলে ধরতে পারেনা। ফলে শিশুদের আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

(ii) সামাজিক কারণ (Social causes):-

প্রত্যেক সমাজে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি আদর্শ মান-ও রীতি-নীতি থাকে যেগুলির উপর ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি নির্ভর করে। কোনও দেশের সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতির উপর সেই সমাজের অপরাধ পরায়ণতা তথা অপরাধের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দারিদ্র্যতা, প্রভৃতি কারণ দিকে দেখলে কোনো দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তেমনি সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও বাড়িয়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কথা উল্লেখ করতে পারি।

এছাড়া বিশ্বায়ন ও নগরায়ণে জীবনে শ্রেণি বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, জাতি-বর্ণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি বহু বীভৎস

আমাদের সমাজে অনেক দুর্ঘটনাই সাথক সংগঠন নিরীক্ষণের বাধা ও সৃষ্টি করে। ফলে সমাজকে আক্রমণাত্মক (Aggressive) করে তোলে।

(iii) বিদ্যালয় পরিবেশ ঘটিত কারণ (Institutional causes):-

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অনুকূল রাখতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়কে সমাজবিধি করে গড়ে তুলতে হবে। মনোবিদ Kaplan এবং O' Sea বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসংগতি সৃষ্টির কয়েকটি সাধারণ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন-

(i) কম আলোবাতাসযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, কাজের স্থান সংকুলানের অভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসংগতি সৃষ্টি করতে পারে।

(ii) [illegible]

■ অপসংগতির বিভিন্ন রূপ (Different forms of Maladjustment)

ব্যক্তির অপসংগতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এখানে কয়েকটি সাধারণ অপসংগতির উল্লেখ করা হলো–

● বদমেজাজ (Temper-Tantrum) ঃ

একাধিক সন্তানের মধ্যে আদর যত্ন এবং স্নেহ-ভালোবাসার তারতম্য হেতু বদমেজাজের উদ্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট সন্তানকে নিয়েই পিতামাতারা বেশি ব্যস্ত থাকেন। অন্যেরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য মেজাজ দেখাতে শুরু করে। সেই মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে নানা রকম শাস্তি দেওয়া হয়। আর শাস্তির ফলে মেজাজ ক্রমশ উগ্র হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে শিশুটি বদমেজাজে পরিণত হয়।

প্রতিকার - বদমেজাজের পরিবর্তন করতে না পারলে ভবিষ্যতে শিশুর মধ্যে অপসংগতির পরিমাণ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। তাই শিশুর চাহিদাগুলির দিকে নজর রাখা দরকার। স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে শিশুর আচরণকে সংযত করাই এর অন্যতম প্রতিকার। বিদ্যালয় বা পরিবারে যেন পরিমিত শাসন বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিশু যেন নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শও গ্রহণ করা যেতে পারে।

● নেচিবাচক মনোভাব (Negativism) ঃ

নির্দেশ অমান্য করা, অনুরোধ না মানা, অথবা কোনো নিয়মের বিপক্ষে নিজের খুশি মতো কাজ করার অভ্যাস বা প্রবৃত্তিকে নেতিবাচক মনোভাব বলা হয় ("The habit of or tendency toward, resisting direction, ignoring requests or doing as one pleases in spite of rules to the contrary is called negativism" – H. W. Bernard) । 'না' সূচক মনোভাব পিতামাতা শিক্ষক প্রত্যেকেরই কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। প্রতিটি আদেশ বা নির্দেশকে অমান্য করলে অভিভাবকেরা অধৈর্য্য হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাস্তি দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে শিশু শাস্তি ভোগের জন্য অভিভাবকদের উপর বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে এবং তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

● স্কুল পালানো (Truancy) ঃ

বেশ কিছু সংখ্যক শিশু আছে যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গৃহের পিতামাতাকে না জানিয়ে বিদ্যালয় বা বাড়ি থেকে প্রায়ই পালিয়ে যায়। গৃহ বা

Scanned with CamScanner

বিদ্যালয় থেকে না জানিয়ে পালিয়ে যাবার এই মনোভাবকেই স্কুল পালানো বা পলায়নপরতা বলা হয়। পলায়নপরতা বিশেষ করে স্কুল পালানো একটি অতি সাধারণ অপরাধপরায়ণতার দৃষ্টান্ত হলেও যদি এটি ভবিষ্যতে না কমানো যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে আরও জটিল অপসংগতির সম্ভাবনার এটি একটি সংকেত। ক্লাস পালানোর সবচেয়ে বড় কারণ হলো শিশুর শিক্ষামূলক চাহিদার তৃপ্তি ক্লাসে না হওয়া। যেমন ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যক্রম, পাঠপদ্ধতি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিকার - গৃহপরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নত করা দরকার। শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতির প্রচলন করা উচিৎ। পর্যাপ্ত সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার(Auto discipline) উপর জোর দিতে হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিশুর কোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষক বা পিতামাতাকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে হবে।

- **আক্রমণপ্রবণতা (Aggressiveness) ঃ**

গৃহে পিতামাতার প্রতি চড়া মেজাজে কথা বলা, ছোটোখাটো জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা,গুরুজনদের কটুক্তি করা, দুর্বল সহপাঠী ও ভাই বোনদের প্রতি অনর্থক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা - এই আচরণগুলি হলো আক্রমণপ্রবণতার লক্ষণ। ক্রমাগত নৈরাশ্য বা নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণপ্রবণতার মৌলিক কারণ। শিশুকে ভয় দেখিয়ে তিরস্কার করে, মারধর করে এবং নানারকম শাস্তি দিয়ে এই আক্রমণপ্রবণতার প্রতিকারে শিক্ষকেরা এবং পিতামাতারা সচেষ্ট হন। কিন্তু এজাতীয় দমনের ফলে শিশু অনেক ক্ষেত্রেই আরও বেশি আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে।

প্রতিকার - প্রথমেই এই সমস্যামূলক আচরণের মূল কারণগুলি নিরুপণ করা দরকার। শিশুর যে মৌলিক চাহিদাগুলির তৃপ্তির অভাব আছে সেগুলি সে যাতে পূরণ করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সহায়তা করতে হবে। সমাজে তাকে মানিয়ে চলার জন্য সাহায্য করতে হবে। সে যাতে নিজেকে যোগ্য মনে করতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে সে দিকে নজর দিতে হবে। উদ্‌গমন

Scanned with CamScanner

প্রক্রিয়া (Sublimation) এক্ষেত্রে বিশেষ এক কার্যকরী প্রক্রিয়া। যথাসময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- **মিথ্যা ভাষণ (Lying) ঃ**

অনেক ছেলেমেয়েকে দেখা যায় শাস্তির ভয়ে কারণে - অকারণে মিথ্যা কথা বলে। হীনমন্যতাবোধ নিরাপত্তার অভাব, ভয়, অপরাধবোধ প্রভৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ছেলেমেয়রা মিথ্যা কথা বলে -- এসবই অসুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। আবার অনেক ব্যক্তির চরিত্রে মিথ্যা কথা বলার স্বভাবটি এমনভাবে মিশে গেছে যে তার ব্যক্তিত্বের সংহতির অভাবটি পরিলক্ষিত হয়। যে শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা কথা বলে তার কথায় বিশ্বাস করে কোনো কাজ করা চলে না। আবার যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে সমাজে পরিচিত হয়ে যায় তার সত্য কথাকেও আর কেউ গুরুত্ব দেয় না। শিশুর পরিপক্কতার অভাব, সখ করে (Fancy) , কল্পনা (imagination), দুর্বল স্মৃতি, মানসিক অস্থিরতা, শাস্তি এড়ানো, নিরাপত্তাহীনতাবোধ প্রভৃতি কারণে মিথ্যা কথা বলে থাকে।

প্রতিকার - শিশুদের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং সততার প্রতি মর্যাদা বোধ জাগাতে হবে। দৈহিক শাস্তি বর্জন করতে হবে। মিথ্যাকথনের কারণগুলি খুঁজে বের করতে হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। মিথ্যাকথনের কারণ যদি অবচেতন মনে নিহিত থাকে তাহলে মনোচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- **মারামারি এবং ঝগড়া করা (Fighting and quarrelling) ঃ**

বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছেলেমেয়ে দেখা যায় যারা সামান্য কারণে ঝগড়া করে, মারামারি করে। তুচ্ছ কারণে কথা কাটাকাটি থেকে কোনরূপ দ্বিধা না করেই মারামারির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা শ্রেণিকক্ষের তথা সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। গৃহ-পরিবেশেও এরা ভাইবোনদের সঙ্গে অনবরত ঝগড়া বিবাদ করে, প্রতিবেশী, খেলার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গেও ঝগড়া-মারামারি করে থাকে। নিরাপত্তারঅভাববোধ, গৃহে অতিরিক্ত শাসন, পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্য হয়ে হীনমন্যতায় ভোগা, নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করা, খোলামেলা বিদ্যালয় বা গৃহপরিবেশ না হওয়া বা যে পরিবারের লোকেরা আক্রমণকরাকেই জীবন সমস্যার সমাধানরূপে গ্রহণ করেছে সেক্ষেত্রেও শিশু আক্রমণধর্মী হতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রতিকার – অত্যধিক শাসন না করে মাতাপিতাকে ছেলেমেয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলি যথা সম্ভব পূরণ করাও দরকার। কোনো শিশুকেই অবাঞ্ছিত মনে না করে প্রতিযোগিতামূলক সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্যে দিয়ে উদ্‌গতিসাধন (sublimation) করতে হবে। পরিমিত ও নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। প্রয়োজন হলে মনোচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

- **চুরি করা (Stealing) ঃ**

বিদ্যালয়ে আমরা এমন অনেক ছেলেমেয়েদের দেখি যাদের অভ্যাস সহপাঠীদের বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, টিফিন বাক্স, ছাতা প্রভৃতি চুরি করা। গৃহে মাতাপিতার অলক্ষ্যে টাকা পয়সা নিয়ে নেওয়া। অনেক সময় এ চুরি কেবল বিদ্যালয় বা গৃহে সীমাবদ্ধ থাকে না পাড়া-প্রতিবেশীর জিনিসপত্রও চুরি করতে থাকে যা পিতামাতা বা শিক্ষককে ভাবিয়ে তোলে। শিশুদের এই ধরনের আচরণগুলির পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে তারা সমাজে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আবার অনেকক্ষেত্রে শিশুর সমস্যামূলক আচরণের জন্য কঠোর শাস্তি দিলে তার মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা তার জীবনে আরও ক্ষতি এনে দিতে পারে।

সাধারণত দুর্বল মানসিক সংগঠন ও দুর্বল-ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছেলেমেয়েরাই চুরি করে থাকে। এছাড়া দুঃস্থ পরিবার, পিতামাতার অসৎ আদর্শ, স্নেহ-ভালোবাসার বঞ্চনা, হীনমন্যতা বোধ, হিংসাভাব, অসৎ সংসর্গ প্রভৃতি কারণে শিশুরা চুরি করতে পারে। এছাড়া মানসিক ব্যাধিজনিত কারণেও শিশুরা অনেক সময় চুরি করে।

প্রতিকার - শিশুর চুরি করার প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত কারণগুলি অনুসন্ধান করা এবং মৌলিক চাহিদার যথাযথ পূরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গৃহ পরিবেশকে আদর্শ ও উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতাকেও সৎ ও আদর্শ হতে হবে। শিশুর প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার কোনো অভাব থাকলে চলবে না। শিশু মানসিক ব্যাধির কবলে পড়লে মনোচিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

- **যৌন অপরাধ (Sex Offences) ঃ**

এটা এক ধরনের যৌন বিকৃতি। বিশেষ করে কৈশোরে ছেলেমেয়েদের শারীরিক নানা পরিবর্তনের ফলে দেহ-মনে যৌন আলোড়ন ঘটে। ফলস্বরূপ কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করে যেমন - অশ্লীল কথা বলা, যত্রতত্র অশ্লীল কথা

Scanned with CamScanner

লেখা, যৌন বিষয়ক পত্র-পত্রিকা পড়া, যৌন ছবি সংগ্রহ করা। বিপরীত লিঙ্গ অথবা সমলিঙ্গ সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে নানারকম যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি। এই আচরণগুলিকে যৌন সমস্যামূলক আচরণ বলা হয়। সামাজিক বিধি নিষেধের জন্য ব্যক্তির যৌন প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকেও সংযত করে রাখতে হয়। কিন্তু যৌনশক্তির প্রাবল্য এত তীব্র যে তাকে সংযত করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্বাভাবিক পথে যৌন প্রবৃত্তি প্রকাশ হতে না পারলে বিকৃতভাবে তা প্রকাশিত হয়। যৌন তাড়না বিপথগামী হওয়ার ফলে একদিকে যেমন শিশুকে সমস্যামূলক মনে করে তাকে দমন করার চেষ্টা করা হয়, অন্যদিকে শিশুর নিজের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয় ও নানারকম মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

সাধারণভাবে লিবিডোর (libido) স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটা, স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া, নৈরাশ্য, হতাশা, হীনমন্যতা, কুসঙ্গ, পিতামাতার অশোভন আচরণ, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিক রসক্ষরণ, গৃহ ও বিদ্যালয়ে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন বিকৃতি দেখা যায়।

প্রতিকার – শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলির যথাসম্ভব পূরণের চেষ্টা করতে হবে। লিবিডোর বা যৌন-মানস শক্তির বিকাশের পথে যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য মনোচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শিশুর ভালো সঙ্গ পাওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। যৌন প্রবৃত্তির উদ্‌গমনের জন্য খেলাধূলা, গানবাজনা, শিল্প কলা, বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। গৃহে যাতে কোনো অশোভনীয় যৌন আচরণ শিশুর নজরে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সর্বোপরি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষার (Sex education) ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন।

- **শয্যামূত্রাভাব (Enuresis) ঃ**

শিশুরা দুই-তিন বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আরও বড়ো বয়স পর্যন্ত এই অভ্যাস থেকে যায়। আবার বয়স্ক লোকেদের মধ্যেও এই অভ্যাস থাকতে পারে তবে তা সাধারণত মূত্রাশয়, বৃক্ক বা সুষুম্নাকান্ডে এ জাতীয় কোনো অঙ্গঘটিত বিকৃতির কারণে ঘটে থাকে। সে ক্ষেত্রে দৈহিক চিকিৎসার দ্বারা এই রোগের নিরাময় হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ মানসিক কারণেই এই রোগ দেখা যায়। বিশেষ করে অহেতুক ভয়,

Scanned with CamScanner

পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া, শিশুর মধ্যে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি, এছাড়াও যেটা ঘটে থাকে সেটা হলো শৈশবের প্রাথমিক স্তরে প্রত্যাবর্তন (regression)।

প্রতিকার – শিশুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন , ভয় দূরীকরণ, শিশুকে সহানুভূতি দেখানো, নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করানোর অভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন। না সারলে অবশেষে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

- **অপসারণ (Withdrawal) ঃ**

অন্যের সঙ্গে মেলামেশা পরিত্যাগ করে নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নেওয়াকেই অপসারণ বলে। এইসব শিশুদের মধ্যে সর্বদা পরাজয়ের মনোভাব কাজ করে, ভালো বা মন্দের কোনো অনুভূতি কাজ করে না। শিশুরা একাকী থাকতে ভালোবাসে। পরিবেশের সঙ্গে কোনোভাবেই সংগতি রেখে চলতে সচেষ্ট হয় না, ফলে ব্যক্তিত্বের সংগঠনটি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। শ্রেণিকক্ষে এরা শান্তশিষ্ট ভাবে বসে থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দিক থেকে এরা সমস্যামূলক শিশুনামেই পরিচিত। পিতামাতার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া, পিতামাতা বা শিক্ষকের নিষ্ঠুর আচরণ, শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতা, হীনমন্যতা প্রভৃতি কারণে শিশুর মধ্যে অপসারণের মতো অপসংগতি মূলক আচরণ দেখা যায়।

প্রতিকার - শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও বিভিন্ন যৌথ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। মৌলিক চাহিদার পূরণ বিশেষ করে আত্মস্বীকৃতির চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশেষ ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

- **ভীরুতা (Timidity) ঃ**

ভীরুতা একধরনের গুরুত্বপূর্ণ অপসংগতির উদাহরণ। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইচ্ছাপূরণের ব্যর্থতা, অতিরিক্ত শাসন, শৃঙ্খলা ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েরা ভীরু ও দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়ে, ফলে তারা নিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে নেয়। গৃহে যেমন চুপচাপ থাকে, বিদ্যালয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে, কোনো গোলমাল করে না। এর ফলে তাদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাসা বাঁধে। বাস্তব থেকে

Scanned with CamScanner

নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রতিকার – ভীরুতা দূর করতে হলে প্রথমেই এ জাতীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মনে সাহস ও ভরসা জোগাতে হবে। এরা যাতে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। ভীরুতার সঠিক কারণটিকে খুঁজে বের করতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শারীরিক বা মানসিক কোনো দুর্বলতা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করাই ভালো।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। অপসংগতির বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করো।

২। সমস্যামূলক আচরণ বলতে কী বোঝায়? যে কোনো চার প্রকার সমস্যামূলক আচরণের উল্লেখ করে তাদের প্রতিকার ব্যবস্থা আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। অপসংগতির সংজ্ঞা দাও।

২। অপসংগতির কারণ হিসাবে পরিবেশের ভূমিকা উল্লেখ করো।

৩। 'স্কুল পালানোর' কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করো।

৪। 'চুরি করার' কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করো।

Scanned with CamScanner